শিক্ষার সর্বস্তরে মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে

৮ মে ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ৭ মে ২০১৯ ২৩:৩২

ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশে এসএসসি পরীক্ষাই ছাত্রজীবনের প্রধান পাবলিক পরীক্ষা। সেদিক থেকে এই পরীক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে আমাদের স্কুল পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা বর্ধিষ্ণু। প্রতিবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। আশার কথা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগিয়ে আসছে। এমনকি স্কুল পর্যায়ে পরীক্ষার ফলে তারা ছেলেদের টপকে এগিয়ে রয়েছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলেও দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রতিবছর মেয়েদের এই অগ্রগতির ধারাবাহিকতা রয়েছে। তবে প্রাথমিক থেকে আবার ধারাবাহিকভাবে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি। সেদিক থেকে শিক্ষায় অগ্রগতিতে এখনো সমতা অর্জিত হয়নি। তা ছাড়া কর্মক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়লেও তা সমতার পর্যায়ে আসেনি। আর এই অগ্রগতির কথা মেনে নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করতে হয় শিক্ষার মান নিয়ে। পিইসি, জেএসসি এবং এসএসসিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং ফল নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার কারণ থাকলেও প্রতিটি স্তরের মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সরকারি জরিপে দেখা যাচ্ছে কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান নির্ধারিত স্তরে পৌঁছতে পারে না। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় প্রত্যাশিত ভালো ফল আশা করা যায় না। গবেষণা এবং নতুন জ্ঞান সৃজনেও আমরা পিছিয়ে আছি। বরং দিনে দিনে সর্বস্তরের শিক্ষার মান নিম্নগামী। অথচ বর্তমানে জাতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এসডিজির লক্ষ্য পূরণ। এর জন্য প্রতিটি স্তরে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা জরুরি। সহজেই এমডিজি বা সহ ◌□□□ব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলেও সে অভিজ্ঞতা এসডিজি বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর হবে না। তাই এখন শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি বর্তমান সরকার এ বিষয়ে সচেতন রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে এ কাজে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। বাংলাদেশ আগামী বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পালন করবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের লক্ষ্য রয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার। ফলে এসব উপলক্ষ যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে হলে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষার ওপর। আমরা বলব, আগামী বাজেট থেকেই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। বিশেষত প্রাথমিক থেকেই শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বায়নের একালে বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো মানদ- নির্ধারণ করা উচিত হবে না। মানের ক্ষেত্রে কোনোরকম ছাড় বা রেয়াত দেওয়া যাবে না। আর সে কারণেই বাজেট বরাদ্দের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি সরকার কেবল বিভিন্ন পরীক্ষার ফল ও জিপিএ-৫ নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর লক্ষ্য অর্জনে মনোনিবেশ করবে।